সুন্দর ও বাসযোগ্য ঢাকা গড়ার প্রত্যয়ে

নগরিয়া

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের একটি প্রকাশনা ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

জুলাই ২০১৮, শ্রাবণ ১৪২৫, জিলকদ ১৪৩৯

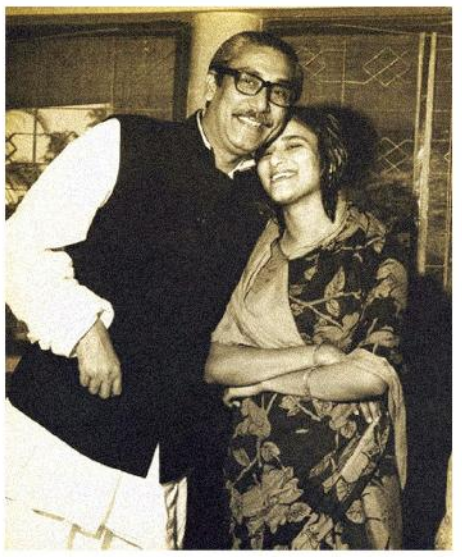

জনসেবাই জাতির পিতার অনুশাসন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের সাধারণ মানুষের অধিকার, আকাঙ্ক্ষা পূরণ সংগ্রামে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সাহসিকতা, বাগ্মিতা এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এদেশের সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করেছিল। একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় একটি দেশ, বাংলাদেশ।

যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি নব্য-স্বাধীন দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর প্রধান দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় সব দিক থেকে বিপর্যস্ত দেশকে সচল করা, জনগণকে তার প্রাপ্য সেবা দেওয়া। "জনগণকে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান করাই প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মূল লক্ষ্য"– তিনি এ কথা বিভিন্ন সময়ে স্মরণ করিয়ে দিতেন।

> **বঙ্গবন্ধুর এ চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদে – "সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য"। ৪ নভেম্বর ১৯৭২ গণপরিষদে দেওয়া এক ভাষণে তিনি বলেন, "সরকারি কর্মচারীদের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে যে, তারা শাসক নন, সেবক"। ঐ দিন তিনি আরো বলেন, "সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তাঁরা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই।"**

১৫ জানুয়ারি ১৯৭৫-এ প্রদত্ত আরেক ভাষণে তিনি বলেন, "সমস্ত সরকারি কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে, তাদের সেবা করুন। যাদের জন্য, যাদের অর্থে আজকে আমরা চলছি, তাদের যাতে কষ্ট না হয়, তার দিকে খেয়াল রাখুন। যারা অন্যায় করবে, আপনারা অবশ্যই তাদের কঠোর হস্তে দমন করবেন। কিন্তু সাবধান, একটা নিরপরাধ লোকের ওপরও যেন অত্যাচার না হয়, তাতে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠবে।" তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন, "এ জন্য আপনাদের কাছে আমার আবেদন রইলো, আমার অনুরোধ রইলো, আমার আদেশ রইলো, আপনারা মানুষের সেবা করুন।"

বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, বঙ্গবন্ধু-কন্যা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই স্বপ্ন ও আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধুর মতো তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, জনগণের সেবা করার মাধ্যমে জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তর করা সম্ভব, বর্তমানে এটাই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

১১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে সচিবালয়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "আমরা জনগণের সেবক, জনগণের সেবা করব। জনগণের ঘাম ঝরা অর্থ দিয়েই তো আমাদের বেতন-ভাতা সবকিছু – এ কথাটা যেন এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে না যাই। মানুষের সেবার মতো শান্তি দুনিয়ায় আর কিছুতে নেই"। ১ এপ্রিল ২০১৬ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "সব সময় জনগণের সেবা করা প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি সদস্যের কর্তব্য"। সংবিধানের ২১(২) ধারাটি সর্বদা মনে রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি আরো বলেন, "সিভিল সার্ভিসের প্রত্যেক সদস্যের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের সেবায় সর্বোত্তম প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া।"

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হতে সমর্থ হয়েছে। তাঁর ডিজিটাল বাংলাদেশ কালের আবর্তে আজ স্বপ্ন নয়, বাস্তব। "সরকারি কর্মচারীরা শাসক নন, তারা সেবক" – বঙ্গবন্ধুর এই অনুশাসন বুকে ধারণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে জনগণকে তার কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান করতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সকল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিসহ কর্মচারীগণ নগরবাসীর প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নগরিয়া : স্বপ্নযাত্রার মুখপত্র

মোঃ ওসমান গণি, প্যানেল মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন থেকে *নগরিয়া* নামে একটি নিউজলেটার নিয়মিত প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এর ফলে রাজধানীবাসী তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য সহজে পেয়ে যাবেন। আর কে না জানে তথ্যই শক্তি। নগরের বিপুল জনগোষ্ঠী এখনো স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ প্রতিরোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন নন। এসব বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উদ্বুদ্ধকরণে *নগরিয়া* বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। তবে নাগরিকদের মতামতও এতে প্রতিফলিত হবে।

একদিন এই ঢাকা শহর সত্যি সত্যি তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত হবে। এই শহর হবে সকলের জন্য বাসযোগ্য। রাস্তা, ফুটপাত থাকবে পরিপাটি। পার্ক, উদ্যানগুলো হবে সবুজ। সবুজে সবুজে যেন এক সবুজ ঢাকা। যানবাহনের কালো ধোঁয়া আর ধুলাবালি নয়, বরং নির্মল বায়ু বইবে ঢাকার বায়ুমণ্ডলে। বুক ভরে শ্বাস নিবে আমাদের সন্তানেরা। যানবাহনগুলো চলবে নিঃশব্দে। মনের আনন্দে ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যাবে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। আমাদের খাদ্য হবে বিশুদ্ধ, ভেজালমুক্ত। মশা-মাছির মতো থাকবে না কোন কীটপতঙ্গের উৎপাত। গাড়িচালকগণ ট্রাফিক আইন মেনে চলবে – এমনকি গভীর রাতের ফাঁকা রাস্তায়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এরকম একটা শহর গড়ার স্বপ্ন দেখে। এই স্বপ্ন আমার, আপনার, প্রতিটি নাগরিকের। এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন সম্ভব হবে প্রতিটি নগরবাসী প্রকৃত নাগরিকে রূপান্তরিত হলে, সকলের মধ্যে নাগরিক চেতনা তৈরি হলে। নাগরিক মাত্রই নিজে সচেতন তার অধিকার এবং

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্যানেল মেয়রবৃন্দ

আমি প্রত্যাশা করি *নগরিয়া* হবে আমাদের সেই স্বপ্নযাত্রার মুখপত্র। *নগরিয়া* ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নগরবাসীর মাঝে সেতুবন্ধন হয়ে থাকুক অনন্তকাল ধরে।

১

৫

২

৪

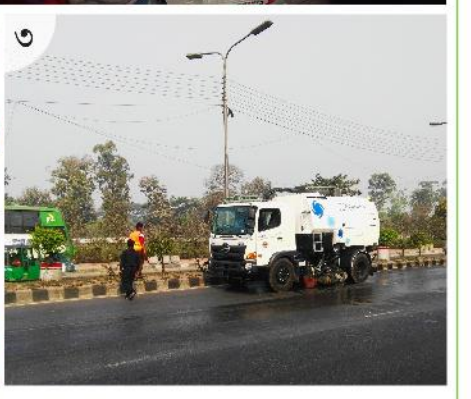

৩

১ জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ১৩ আগস্ট ২০১৫ তারিখে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের 'চিত্রগাঁথায় শোকগাথা' শীর্ষক প্রদর্শনীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও প্রয়াত মেয়র আনিসুল হক।

২ জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে শিশুদের ভিটামিন এ খাওয়াচ্ছেন প্যানেল মেয়র মোঃ ওসমান গণি।

৩ মেকানিক্যাল রোড সুইপার দিয়ে সড়ক পরিষ্কার করা হচ্ছে।

৪ DAMFA-তে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের একাংশ।

৫ মোহাম্মদপুর তাজমহল রোডে সংস্কারকৃত পার্ক।

আনিসুল হক

মৃত্যুহীন এক নগরপিতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

রাজনীতিতে তিনি ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন ২০১৫ সালে ঢাকার মেয়র নির্বাচনের সময়। রাজনীতিবিদ নয়, বরং আনিসুল হককে ২০১৫ সালের এপ্রিলের আগে সবাই ব্যবসায়ী নেতা হিসেবে চিনতেন। নিকট অতীতের বিটিভির জনপ্রিয় উপস্থাপক পরিচয়টিও কেউ ভোলেননি আজও। ২০১১ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন দুইভাগে বিভক্ত হলেও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৫ সালের ২৮ এপ্রিল। নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ৬ মে প্রথম মেয়র হিসেবে আনিসুল হক শপথ গ্রহণ করেন। ২০১৭ সালের ২৯ জুলাই পারিবারিক কাজে লন্ডন গিয়ে অসুস্থ হওয়ার আগে মাত্র ২ বছর ২ মাস ২৪ দিন মেয়রের দায়িত্ব পালন করেন। এই অল্পসময়ে তিনি ঢাকাবাসীকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ঢাকাকেও একটি বিশ্বমানের শহরে রূপান্তর করা সম্ভব।

কিছু দুঃসাহসী পদক্ষেপ, অক্লান্ত পরিশ্রম, দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা আর জনগণের ভালোবাসার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। সদিচ্ছা, আন্তরিকতা ও জনগণের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকায় তিনি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে দখলে থাকা তেজগাঁও সাতরাস্তা ট্রাকস্ট্যান্ডের সামনের সড়কটি উদ্ধার করেন। গাবতলীতে অবৈধ দখলে থাকা ৫২ একর জায়গাও উদ্ধার করেন তিনি। তাছাড়া মহাখালী ও গাবতলী বাসস্ট্যান্ডের সামনের রাস্তা যানজটমুক্ত করেন। বনানীতে স্বাধীনতাবিরোধী মোনায়েম খান পরিবারের দখলে থাকা ১৪ কাঠা জায়গা উদ্ধার করেন তিনি। ঢাকা শহরে গণপরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণহীন পুরোনো বাসগুলো পর্যায়ক্রমে তুলে নিয়ে ৬টি কোম্পানির ৪ হাজার বাস নামানোর পরিকল্পনা ছিল তাঁর। ঢাকা শহরকে সবুজ ঢাকায় রূপান্তরের লক্ষ্যে ২০১৬ সালে তিনি ৫ লাখ গাছ লাগানোর কাজ শুরু করেন। পার্ক, খেলার মাঠ, পাবলিক টয়লেট আধুনিকায়নের জন্য গ্রহণ করেছেন বিশেষ প্রকল্প। নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন করা ছিল তাঁর আরেকটি স্বপ্ন। শহরের ফুটপাত এবং ফুটওভারব্রিজগুলো নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীবান্ধব করার জন্য তিনি ছিলেন বিশেষভাবে সচেতন। রাতের রাজধানীকে নিরাপদ ও মোহনীয় করতে সড়কগুলোতে এলইডি বাতি স্থাপনের প্রকল্প তিনিই প্রথম হাতে নিয়েছিলেন। এ উদাহরণগুলো তাঁর অগণিত স্বপ্নের কয়েকটি।

তাঁর বেশিরভাগ স্বপ্ন পূরণ হওয়ার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অনেক স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে, অনেক স্বপ্ন বাস্তবায়নাধীন। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন তাঁর প্রতিটি উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। *নগরিয়া*-র প্রথম সংখ্যা প্রকাশ উপলক্ষে প্রয়াত মেয়র আনিসুল হকের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

হোল্ডিং ট্যাক্সের খুঁটিনাটি

যেভাবে হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ করা হয় :

- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য হোল্ডিং ট্যাক্সের পৃথক পৃথক রেট চার্ট রয়েছে। নগরবাসীর সুবিধার্থে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে (www.dncc.gov.bd) রেট চার্টটি দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন আপনার এলাকার বাড়ি বা ফ্ল্যাটের হোল্ডিং ট্যাক্সের রেট কত।
- আপনার বাড়ি বা ফ্ল্যাটের আয়তনের সাথে সংশ্লিষ্ট এলাকার রেট দিয়ে গুণ করুন। গুণ করার পর যে অংক দাঁড়াবে তা হলো ০১ মাসের মূল্যায়ন।
- মাসিক মূল্যায়নকে ১০ মাস দিয়ে আবারো গুণ করুন। যদিও ১২ মাসে এক বছর, তথাপি ০২ মাসের মূল্যায়নের অংক বাদ দিয়ে বাৎসরিক মূল্যায়ন নিরূপণ করা হয়। সাধারণত বাড়ির সংস্কারের জন্য বাড়ির মালিক অর্থ ব্যয় করেন, বিধায় ০২ মাসের মূল্যায়ন বাদ দিয়ে ১০ মাসের মূল্যায়ন দিয়ে বাৎসরিক মূল্যায়ন নিরূপণ করা হয়।
- অনেকেই বাৎসরিক মূল্যায়নকে হোল্ডিং ট্যাক্স মনে করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। মনে রাখা দরকার, বাৎসরিক মূল্যায়নের ১২% হারে বাৎসরিক হোল্ডিং কর নির্ধারণ করা হয়। সরকারি আইনে সর্বোচ্চ ৩০% হারে হোল্ডিং কর নির্ধারণ করার বিধান থাকলেও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন শুধুমাত্র ১২% হারে হোল্ডিং কর আরোপ করে থাকে।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিস্কার হতে পারে।

ধরুন,	
বাড়ির আয়তন	১,৫০০ বর্গফুট
সংশ্লিষ্ট এলাকার রেট (প্রতি বর্গফুট)	৬.৫০ টাকা
মাসিক মূল্যায়ন	১,৫০০ × ৬.৫০ = ৯,৭৫০ টাকা
বার্ষিক মূল্যায়ন	৯,৭৫০ × ১০ মাস = ৯৭,৫০০ টাকা
বার্ষিক হোল্ডিং কর	৯৭,৫০০ এর ১২% = ১১,৭০০ টাকা

নিয়মিত হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ করুন

হোল্ডিং কর রেয়াত/কর হ্রাসের সুবিধা পেতে চাইলে

নিচের বিষয়গুলো মনে রাখুন।

- **রিভিউ করলে ১৫% হ্রাস :** নির্ধারিত "পি ফরম" পূরণ করে রিভিউ আবেদন দাখিল করলে কর পর্যালোচনা পরিষদ (Assessment Review Board) আপনার বার্ষিক মূল্যায়ন সর্বোচ্চ ১৫% পর্যন্ত হ্রাস করে দিতে পারে। তবে মনে রাখবেন, হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের পর আপনি যখন নোটিস পাবেন, তার ৩০ দিনের মধ্যে আপনাকে রিভিউ আবেদন করতে হবে।
- **আপিল করলে ২৫% হ্রাস :** কর পর্যালোচনা পরিষদের সিদ্ধান্তে যদি আপনি সংক্ষুব্ধ হন, তাহলে আপনি বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বরাবর আপিল করতে পারেন। আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে আপিল কর্তৃপক্ষ আপনার বার্ষিক মূল্যায়ন আরো ২৫% পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারেন।
- **নিজ বসবাসের সুবিধা হিসেবে ৪০% হ্রাস :** আপনি যদি আপনার বাড়ি বা ফ্ল্যাটে নিজে বসবাস করেন, তাহলে আপনার বার্ষিক মূল্যায়ন আরো ৪০% হ্রাস হয়ে যাবে।
- **ঋণ সুবিধা :** আপনি জেনে খুশি হবেন, যদি আপনার গৃহ নির্মাণ ঋণ থাকে বা আপনি যদি ফ্ল্যাট লোন নিয়ে থাকেন তাহলে আপনার গৃহীত ঋণের বাৎসরিক সুদ বার্ষিক মূল্যায়ন থেকে সম্পূর্ণ বাদ যাবে। এর ফলে আপনার বার্ষিক হোল্ডিং ট্যাক্স অনেকাংশে কমে যাবে। আপনার ঋণের মেয়াদ যত বছর বলবৎ থাকবে, ঠিক তত বছর আপনি এ কর হ্রাসের সুবিধা পাবেন। তবে মনে রাখবেন, রেজিস্টার্ড বন্ধকী দলিল ব্যতীত এ সুবিধা পাওয়া যাবে না।
- **মুক্তিযোদ্ধা-সুবিধা :** আপনি কি বীর মুক্তিযোদ্ধা? আপনি যদি বীর মুক্তিযোদ্ধা হয়ে থাকেন তাহলে নিম্নোক্তভাবে পৌরকর সুবিধা পেতে পারেন
  - শহীদ পরিবার, যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বসবাসকৃত বাড়ি বা ফ্ল্যাট সম্পূর্ণভাবে হোল্ডিং করের আওতামুক্ত।
  - সাধারণ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ি বা ফ্ল্যাটের ১৫০০ বর্গফুট পর্যন্ত হোল্ডিং করের আওতামুক্ত।
- **রিবেট সুবিধা :** নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ করলে সর্বোচ্চ ১০% রিবেট সুবিধা পাবেন।

সঙ্গীত ও নৃত্য শিখুন DAMFA-তে

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১টি সঙ্গীত ও চারুকলা একাডেমি রয়েছে। এর নাম Dhaka North City Corporation Academy of Fine Arts, সংক্ষেপে DAMFA। শিশু-কিশোরদের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে এই একাডেমির ৫টি কেন্দ্রে ৪ বছর থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশু কিশোরদের সঙ্গীত ও নৃত্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কেন্দ্র ৫টি হচ্ছে "২ নং ওয়ার্ড কমিউনিটি সেন্টার" (পল্লবী থানার পাশে), "মহাখালী কমিউনিটি সেন্টার, মহাখালী", "সুচনা কমিউনিটি সেন্টার" (মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটের পাশে), "রায়ের বাজার কমিউনিটি সেন্টার" (ধানমন্ডি শংকর বাসস্ট্যান্ডের পশ্চিম পাশে) এবং "আব্দুল হালিম কমিউনিটি সেন্টার" (পশ্চিম তেজতুরি বাজার)।

DAMFA এর ক্লাসসমূহ প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার বিকাল ৩-৫টা ও শুক্রবার সকাল ৯-১১টায় অনুষ্ঠিত হয়। মাসিক ফি ১০০ টাকা। তিন বছরে কোর্স সম্পন্ন করা হয়। প্রতি বছর শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয় এবং কোর্স শেষে পরীক্ষার মাধ্যমে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে এ বিষয়ে বিস্তারিত দেওয়া আছে।

কবরস্থানের সেবা নেয়ার নিয়ম

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ৬টি কবরস্থান রয়েছে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও স্থান প্রাপ্যতা সাপেক্ষে এসব কবরস্থানে বিভিন্ন মেয়াদে কবর সংরক্ষণের সীমিত ব্যবস্থা রয়েছে। সেবা প্রদানের জন্য প্রতিটি কবরস্থানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কর্মচারী নিযুক্ত রয়েছে। তাছাড়া কবরে সমাহিতকরণের জন্য বাঁশ ও চাটাই সরবরাহের লক্ষ্যে ইজারাদার নিয়োগ করা হয়েছে। দাফন ফি বাবদ ৫০০ টাকা এবং প্রতিটি কবরস্থানে বাঁশ ও চাটাই সরবরাহ করার নির্ধারিত মূল্য টানানো আছে। প্রতিদিন সকাল ৬টা হতে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত কবরস্থানসমূহ খোলা থাকে।

কবরস্থানের নাম, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কর্মচারীর নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বর

উত্তরা ৪নং সেক্টর কবরস্থান মোঃ হারুন অর রশিদ, মোহরার মোবাইল ফোন: ০১৭১৭৬৩৭৯০৫	বনানী কবরস্থান মোঃ হান্নান, সিনিয়র মোহরার মোবাইল ফোন: ০১৬৮০০৫৪৩২৮	রায়েরবাজার স্মৃতিসৌধ কবরস্থান মোঃ আব্দুল আজিজ, মোহরার মোবাইল ফোন: ০১৭২৬২০৭৬৯১
উত্তরা ১২ নং সেক্টর কবরস্থান আব্দুল কুদ্দুস, মোহরার মোবাইল ফোন: ০১৭১১১৫৫৪৪৯	খিলগাঁও তালতলা কবরস্থান মোঃ নাসির উদ্দিন, ইমাম মোবাইল ফোন: ০১৭৫৬৩৩৩৯৭৪	মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান মোঃ সানোয়ার হোসেন, মোহরার মোবাইল ফোন: ০১৭২৮০৩৭০১৬

রায়েরবাজার স্মৃতিসৌধ কবরস্থান

বনানী কবরস্থানের প্রবেশপথ

একটি সড়ক ও লক্ষ মানুষের স্বস্তির গল্প

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত বনশ্রী আবাসিক এলাকার প্রধান সড়কটি বিগত কয়েক বছর যাবৎ যান চলাচলের অনুপযোগী ছিল। ২০১৭ সালে খানা-খন্দে পূর্ণ এই সড়কটি পুরোপুরি যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। বহু দুর্ঘটনা ঘটে; যানবাহন উল্টে যাওয়ার ঘটনা ঘটতো প্রায়ই। শিশু, নারী, প্রবীণসহ পুরো বনশ্রীবাসী সড়কের এই বেহাল অবস্থায় দিশেহারা হয়ে পড়ে। বনশ্রী আবাসিক এলাকাটি একটি হাউজিং কোম্পানি থেকে সিটি কর্পোরেশনে হস্তান্তরিত না হওয়ায় আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সড়কটি সংস্কার করতে পারছিল না। এলাকাবাসীর দুর্ভোগও দূর হচ্ছিল না।

অবশেষে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বনশ্রী এলাকার কিছু অংশসহ জরাজীর্ণ ও অচল এই প্রধান সড়কটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে হস্তান্তরিত হয়। তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন "বিশেষ উন্নয়ন" খাতের আওতায় প্রায় ১০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করে স্বল্প সময়ের মধ্যে সড়কটি সংস্কারের কাজ গ্রহণ করে। প্রায় ১.৩৫ কি.মি. দীর্ঘ, ৪ লেন বিশিষ্ট এই সড়কটির দুপাশে খোলা নর্দমা, প্রশস্ত ফুটপাত ও ডিভাইডারের সংস্থান রেখে আধুনিক ও নয়নাভিরাম সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে কাজটির প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ শেষ হয়েছে। বনশ্রীবাসীর আগের দুর্ভোগও এখন আর নেই, যানজট নেই, যানবাহন উল্টে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা এখন আর ঘটে না, যানবাহনের গতি সাবলীল ও স্বাচ্ছন্দ্যময়। উন্নয়নের ছোঁয়ায় স্বস্তি ফিরেছে এলাকাবাসীর মাঝে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন জনগণকে কাঙ্ক্ষিত সেবা দিতে পেরে গর্বিত।

বদলে যাচ্ছে ঢাকার পার্ক ও খেলার মাঠগুলো

রাজধানীবাসীর শরীরচর্চা ও চিত্ত-বিনোদন এবং শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে আধুনিক ও যুগোপযোগী ২২টি পার্ক ও ৮টি খেলার মাঠ উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ইতোমধ্যে গুলশানে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ পার্ক, বনানী ১৮ নং রোড সংলগ্ন খেলার মাঠ, তাজমহল রোড পার্ক ও খেলার মাঠ, উত্তরা সেক্টর-৭ পার্কের উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে। অবশিষ্ট পার্ক ও খেলার মাঠগুলোর ডিজাইন প্রণয়নের কাজ চলছে।

"রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ পার্কে" নাগরিকদের জন্য থাকবে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা। ওয়াকওয়ে, সাইকেল ট্র্যাক, জিমনেসিয়াম, লাইব্রেরি, বাস্কেটবল কোর্ট, নামাজ ঘর, মহিলাদের বসার স্থান, ফোয়ারা, পাবলিক টয়লেট, শিশুদের খেলার ব্যবস্থা, গেট হাউজ, ওপেন এম্পিথিয়েটার নির্মাণ করা হবে এই পার্কে। "বনানী উইমেন এন্ড চিল্ড্রেন পার্কটি" বিশেষভাবে মহিলা ও শিশুদের উপযোগী করে আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন করা হবে। এই পার্কে শিশু-খেলনা স্থাপন, খেলাধুলার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা, মহিলাদের জন্য পৃথক বসার স্থান, টয়লেট, সাইকেল ট্র্যাক, ওয়াকওয়ে ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে। অন্যান্য পার্কেও প্রায় একই ধরনের ব্যবস্থা থাকবে। জনগণকে সম্পৃক্ত করে, তাদের চাহিদা ও ব্যবহার উপযোগিতা বিশ্লেষণ করে, এই পার্ক ও খেলার মাঠগুলোর ডিজাইন করা হচ্ছে।

বদলে গেছে ঢাকার পাবলিক টয়লেটের চিত্র

দুই বছর আগেও ঢাকা শহরে পাবলিক টয়লেটগুলোর দুরবস্থার কারণে সাধারণ পথচারীদের ভোগান্তি ছিল সীমাহীন। নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের ভোগান্তির মাত্রা ছিল বর্ণনাতীত। সম্প্রতি এই চিত্র অনেকটাই বদলে গেছে। সাধারণ পথচারী ও নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করতে একটি বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ইতোমধ্যে মোট ১৭টি নারী, পুরুষ, শিশু ও প্রতিবন্ধীবান্ধব পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করেছে।

আধুনিক, দৃষ্টিনন্দন ও প্রতিবন্ধীবান্ধব এই পাবলিক টয়লেটগুলোতে নারী ও পুরুষদের জন্য রয়েছে আলাদা চেম্বার। হাত ধোয়া, গোসল করার ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ খাবার পানি, সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ, স্যানিটারি ন্যাপকিনসহ মালামাল সুরক্ষার জন্য রয়েছে লকার সুবিধা। নিরাপত্তার জন্য রয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। পরিচ্ছন্নতার জন্য পেশাদার পরিচ্ছন্নকর্মী ও মহিলা কেয়ারটেকারের ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রতিটি পাবলিক টয়লেট নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবহার ফি আদায়, নির্মাণ পরবর্তী সংস্কার, সার্বক্ষণিক পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য

স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ব্যবহার ফি হিসেবে টয়লেট ৫ টাকা, গোসল ১০ টাকা, লকার সার্ভিস ৫ টাকা, খাবার পানির গ্লাস ১ টাকা এবং স্যানেটারি ন্যাপকিনের জন্য ১৫ টাকা নেয়া হয়। রাজধানীর সামগ্রিক পাবলিক স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্রমবর্ধমান পাবলিক স্যানিটেশন চাহিদা পূরণের ধারাবাহিকতায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এ ধরনের আরও ৭৩টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

আমিন বাজার ল্যান্ডফিল : শহরের আবর্জনার শেষ গন্তব্য

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে প্রতিদিন জনপ্রতি প্রায় ৬০০ গ্রাম বর্জ্য উৎপাদিত হয়। বাসাবাড়ির ময়লা নগরবাসী ভ্যান সার্ভিসের মাধ্যমে নির্ধারিত সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনে (এসটিএস) পৌছে দিয়ে থাকে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ইতোমধ্যে বিভিন্ন ওয়ার্ডে আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন ৫২টি এসটিএস নির্মাণ করেছে।

এসটিএস থেকে সকল বর্জ্য আমিন বাজার ল্যান্ডফিলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিবেশসম্মতভাবে বর্জ্য ডাম্পিং করার জন্য আমিন বাজারে ৫২.৮৮ একর ভূমি অধিগ্রহণ করে ২০০৫ সালে একটি স্যানিটারি ল্যান্ডফিল নির্মাণ করা হয়। আমিন বাজার ল্যান্ডফিলে প্রতিদিন আড়াই হাজার থেকে ৩ হাজার টন বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে ডাম্পিং করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সর্বমোট ১০ লক্ষ টন বর্জ্য এই ল্যান্ডফিলে ডাম্পিং করা হয়েছে।

আমিন বাজার ল্যান্ডফিলের অভ্যন্তরে ৫টি প্লাটফর্ম রয়েছে। বর্জ্যবাহী গাড়িগুলো প্লাটফর্মে বর্জ্য ফেলে। সেখান থেকে ডোজার এবং স্কেভেটরের মাধ্যমে বর্জ্য ড্রেসিং করা হয়। পরিবেশ-দূষণ রোধ করতে ল্যান্ডফিলে প্রতিদিন আগত বর্জ্য একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় ড্রেসিং করে সয়েল কভার দেয়া হয়। ল্যান্ডফিলের অভ্যন্তরে বর্জ্য থেকে উৎপন্ন লিচেট নামে পরিচিত দূষিত তরল ভূপৃষ্ঠের পানিকে যাতে দূষিত করতে না পারে সেজন্য ল্যান্ডফিলের নিচে লাইনার প্রোটেকশনসহ জিওটেক ও জিওগ্রিড দেওয়া হয়। এবং 'লিচেট ট্রিটমেন্টের' মাধ্যমে লিচেট পরিশোধন করে বাইরে অপসারণ করা হয়।

ল্যান্ডফিলে জায়গার সুষ্ঠু ব্যবহারকল্পে ৩০ ফুট উচ্চতায় বর্জ্য সহজে নিয়ে যাওয়ার জন্য ৩টি প্লাটফর্ম নির্মাণের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ইতোমধ্যে ২টি প্লাটফর্মের কাজ সম্পন্ন করে চালু করে দেয়া হয়েছে এবং ১টি কাজ চলমান রয়েছে। ল্যান্ডফিলের ভিতরের জায়গা সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যবহার করলে ল্যান্ডফিলের আয়ু বৃদ্ধিসহ পরিবেশসম্মতভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব।

মিরপুরে অবস্থিত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের একটি সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন (এসটিএস)

সমসাময়িক প্রসঙ্গ : জলাবদ্ধতা

প্রকৃতিতে এখন বর্ষাকাল। সবুজে ভরে গেছে সারা দেশ, যেন এক সবুজ বাংলাদেশ। বর্ষা মূলত প্রতিবছর বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও প্রতিবেশকে নবজীবন দান করে আসছে। জীববৈচিত্র্যকে টিকিয়ে রেখে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বর্ষার অবদান অপরিসীম। প্রকৃতপক্ষে বর্ষা আমাদের জন্য এক নিয়ামত। তবে যারা ঢাকা শহরে বাস করেন, তাঁদের জন্য বর্ষার আগমন এক বিড়ম্বনাও বটে। এই বিড়ম্বনার নাম জলাবদ্ধতা। তবে জলাবদ্ধতার জন্য বর্ষা কোনভাবেই দায়ী নয়, বরং দায়ী আমরা নিজেরাই।

জলাবদ্ধতার কারণে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যেমন ব্যাহত হয়, তেমনি সম্পদেরও হানি ঘটে। জনসাধারণের সীমাহীন ভোগান্তির কারণে দোষারোপের আঙুল প্রধানত সিটি কর্পোরেশনের দিকেই নির্দেশিত হয়। এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নগর জীবনযাপনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলাই সিটি কর্পোরেশনের মূল লক্ষ্য। তবে জলাবদ্ধতা নিরসনে ঢাকা শহরে সিটি কর্পোরেশনই একমাত্র কর্তৃপক্ষ নয়। জলাবদ্ধতা নিরসন করার জন্য ওয়াসা, রাজউক ও জেলা প্রশাসনসহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রতি বছর নতুন ড্রেন নির্মাণ ও পুরাতন ড্রেন সংস্কার করে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন প্রায় ৭০ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কার করেছে।

রাস্তা, ড্রেন, মেট্রোরেলসহ অন্য অনেক চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে সাময়িক জলাবদ্ধতা তৈরি হয়। জলাবদ্ধতার অন্য কারণগুলো যদি আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখব – আমরা সকলেই জলাবদ্ধতার জন্য কম বেশি দায়ী। ড্রেনগুলো তৈরি করা হয় বাসা-বাড়িতে ব্যবহৃত পানি এবং বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য। অথচ আমরা ড্রেনগুলোতে পলিথিন, প্লাস্টিকের বোতল, বাসাবাড়ির আবর্জনা, চিপসের প্যাকেট, কী না ফেলছি! সত্যি কথা বলতে ড্রেনগুলোকে আমরা ডাস্টবিন বানিয়ে ফেলেছি। এই চিত্র কেবল ড্রেনগুলোর নয়, আমরা পুকুর, খাল ও জলাশয়গুলোকেও ডাস্টবিন হিসেবে ব্যবহার করে চলেছি।

তাছাড়া ঢাকা শহরের পুকুর, খাল ও জলাশয়গুলো ভরাট করা হচ্ছে দশকের পর দশক ধরে। আবাসন কোম্পানিগুলো কোথাও পুকুর বা জলাশয় খননতো করেইনি বরং বছরের পর বছর ধরে জলাশয় ভরাট করে আবাসন ব্যবসা করেছে। নগরবিদগণের মতে একটি শহরে শতকরা ১২ ভাগ জলাশয় থাকা প্রয়োজন, অথচ ঢাকা শহরে রয়েছে মাত্র শতকরা ২ ভাগ। ঢাকা শহরের প্রায় প্রতিটি খাল এখন অর্ধমৃত। কোথাও খালের ওপরে গড়ে উঠেছে অবৈধ আবাসন, আবার কোথাও আবর্জনার স্তূপে ঢাকা পড়েছে অস্তিত্ব। তাহলে বর্ষার পানি যাবে কোথায়, যাবে কীভাবে।

এ সত্ত্বেও জলাবদ্ধতার সমাধান করা সম্ভব। ঢাকা শহরের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ এলাকায় ভবন তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি ভবনের ছাদ থেকে যদি বৃষ্টির পানি ধরে সংরক্ষণ করা যায়, তাহলে একদিকে যেমন সুপেয় পানির সংকট মিটবে, অন্যদিকে জলাবদ্ধতা সমস্যারও সমাধান হবে। ড্রেনে, খালে বা যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা, প্লাস্টিকের বোতল ইত্যাদি না ফেলে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলি এবং অন্যকেও ফেলতে উৎসাহিত করি। যাতে পরিচ্ছন্ন কর্মীরা এসে সহজে সংগ্রহ করে নিতে পারেন। গড়ে তুলি সামাজিক আন্দোলন। তাহলেই জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান অনেকাংশে সম্ভব হবে।

জলাবদ্ধতা হলে করণীয় : জলাবদ্ধ স্থানে বাচ্চাদের কোনো অবস্থাতে খেলতে দিবেন না। কারণ এর ফলে চর্মরোগসহ অন্যান্য মারাত্মক রোগ হতে পারে। তাছাড়া জলাবদ্ধ স্থানে বিদ্যুতায়িত হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আপনি যে এলাকায় থাকেন কিংবা চলাচল করেন সে এলাকার কোন কোন স্থান জলাবদ্ধ হয় সে সম্পর্কে সচেতন থাকুন। জলাবদ্ধ স্থানের জন্য লম্বা প্লাস্টিকের জুতা ব্যবহার করতে পারেন। কোথাও খোলা ম্যানহোল বা গর্ত থাকলে তা লাঠি বা বাঁশ দিয়ে চিহ্নিত করে নিকটস্থ সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক অফিসে কিংবা ওয়ার্ড কাউন্সিলরের অফিসে খবর দিন। সবাই এগিয়ে আসলে জলাবদ্ধতা সমস্যার মোকাবেলা করা সম্ভব হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

মিরপুর ১১ তে অবস্থিত সাংবাদিক প্লট খালের চিত্র। আবর্জনার স্তূপ পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত করে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে।

ড্রেনগুলো তৈরি করা হয় বাসা-বাড়িতে ব্যবহৃত পানি এবং বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য। অথচ আমরা ড্রেনগুলোতে পলিথিন, প্লাস্টিকের বোতল, বাসাবাড়ির আবর্জনা, চিপসের প্যাকেট, কী না ফেলছি! সত্যি কথা বলতে ড্রেনগুলোকে আমরা ডাস্টবিন বানিয়ে ফেলেছি। এই চিত্র কেবল ড্রেনগুলোর নয়, আমরা পুকুর, খাল ও জলাশয়গুলোকেও ডাস্টবিন হিসেবে ব্যবহার করে চলেছি।

টিপস বর্ষায় নিরাপদ থাকি

বৃষ্টি আমাদের জীবনে আনে আনন্দ, প্রশান্তির ঠান্ডা হাওয়া। ঠিক একই সাথে বর্ষাকালে আমরা সংক্রমিত হই নানা রোগ-জীবাণু দ্বারা। বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ, যেমন ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ডায়রিয়া, জন্ডিস ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা যায়। এ সময় ঘন ঘন তাপমাত্রা ওঠা-নামার কারণে শিশুরা দ্রুত সর্দি, কাশি ও জ্বরে আক্রান্ত হয়। আমরা সকলে জানি যে, রোগ প্রতিরোধ চিকিৎসার তুলনায় উত্তম ও সাশ্রয়ী। চলুন জেনে নিই বর্ষায় সুস্থ থাকার কিছু টিপস।

ঘন ঘন হাত ধোয়ার অভ্যাস করুন

বর্ষা মৌসুমে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া অধিক সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাই রোগ-জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা পেতে কিছুক্ষণ পরপর সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে হাত ধুয়ে নিন। এটা আপনাকে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। ফলে, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াজনিত বিভিন্ন রোগের হাত থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন।

ময়লা পানি থেকে নিজেকে দূরে রাখুন

নর্দমা ও রাস্তার ময়লা পানির সংস্পর্শ থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি উপায় হল রাস্তায় চলার সময় যতটা সম্ভব ময়লা পানিকে এড়িয়ে চলা। এই ময়লা পানি বিভিন্ন পানিবাহিত রোগের উৎস। শরীরে কোথাও ময়লা পানি লাগলে দ্রুত তা পরিষ্কার করে ফেলুন।

খাবার পানির ক্ষেত্রে অধিক সতর্ক থাকুন

বর্ষাকালে পানি-দূষণ একটা উদ্বেগের বিষয়। তাই ফুটিয়ে বা পানিবিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ব্যবহার করে পানি জীবাণুমুক্ত করে পান করুন। এটা আপনাকে পানিবাহিত নানা ধরনের রোগের হাত থেকে দূরে রাখবে।

রাস্তার খাবার পরিহার করুন

আমরা সকলেই কম-বেশি বাহিরের খাবার খেতে পছন্দ করি। কিন্তু, বর্ষাকালে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। কেননা খোলা জায়গায় রান্না ও বিক্রি করা খাবার বিভিন্ন পানি ও বায়ুবাহিত রোগজীবাণুর সংস্পর্শে এসে অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ে।

মশা থেকে নিরাপদ থাকুন

বর্ষাকালে বিভিন্ন স্থানে পানি জমে থাকার কারণে মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। তাই বাড়ির ছাদ, বাসার আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন। ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করুন। মশারি ব্যবহারের ফলে মশাবাহিত অনেক রোগের হাত থেকে মুক্তি পাবেন। ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করুন।

দুর্যোগ মোকাবেলায় আগাম প্রস্তুতি

প্রতি বছর আয়তন, জনসংখ্যা ও অবকাঠামো নির্মাণের দিক থেকে দ্রুত গতিতে ঢাকা শহরের বিস্তার ঘটছে। সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সেবার পরিধি। তারপরও চারপাশে নানা দুর্যোগ ও ঝুঁকি বাড়ছে। এই দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই সচেতনতা ও ভাল প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। সুরক্ষিত থাকার সবচেয়ে ভাল উপায় হল দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কে ভালোভাবে জানা। দুর্যোগের ঝুঁকি কীভাবে কমানো যায় তা নগর উন্নয়নের অন্যতম মূল বিষয়। নগরজীবনে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের মূলমন্ত্র হচ্ছে – 'সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া দুর্যোগ সহনশীল নগর গঠনের কোন প্রচেষ্টাই সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।' এই মূলমন্ত্র বিবেচনায় রেখে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন কিছু কমিউনিটি ভয়াবহ দুর্যোগ থেকে তাদের পরিবার ও এলাকা রক্ষায় প্রস্তুতি গ্রহণের কাজ ইতোমধ্যে শুরু করেছে।

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে সক্রিয় এরকম কিছু কমিউনিটি হলো মনিপুরীপাড়া কল্যাণ সমিতি, পাইকপাড়া কল্যাণ সমিতি, মহাখালী পূর্ব জ ব্লক সোসাইটি, রূপনগর টিনশেড বাড়ি মালিক কল্যাণ সমিতি এবং এওন বাডিজ (যুব গ্রুপ)। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বাস্তবায়নাধীন "কমিউনিটি ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস" প্রকল্পের মাধ্যমে এইসব সমিতির প্রতিনিধিগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তাঁরা নিজস্ব এলাকায় টাউন ওয়াচিং বা নগর পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করেন। টাউন ওয়াচিং এর মাধ্যমে তাঁরা এলাকায় বিদ্যমান দুর্যোগ ঝুঁকি বা সমস্যা এবং নিরাপদ স্থানসমূহ চিহ্নিত করেন। তাঁদের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে একটি মানচিত্র ও কর্মপরিকল্পনাও তাঁরা প্রস্তুত করেন। উদাহরণস্বরূপ, মহাখালী পূর্ব জ ব্লক সোসাইটি ভূমিকম্প প্রস্তুতির অংশ হিসেবে জনসচেতনতামূলক র‍্যালি ও সড়ক পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করে। কারণ, সোসাইটির বাসিন্দাগণ মনে করেন, দুর্যোগ মোকাবেলায় সাধারণ মানুষের সচেতনতার ঘাটতি রয়েছে।

পাশাপাশি চিকুনগুনিয়া ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধের জন্য তাঁরা যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলা ও আবদ্ধ পানি নিষ্কাশনে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলেন। এ ধরনের কিছু সমস্যা তাঁরা চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করেন।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বিভিন্ন কমিউনিটির এ ধরণের কার্যক্রমকে সবসময় উৎসাহ প্রদান করে। কমিউনিটি দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে আগ্রহী কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন সহজেই টাউন ওয়াচিং এর মাধ্যমে কোনো এলাকার ঝুঁকি ও সম্পদ চিহ্নিত করতে পারেন। সে লক্ষ্যে সহজে ব্যবহারযোগ্য একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে, যা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

আপনি কি আপনার এলাকায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে কাজ করতে আগ্রহী? তাহলে যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায় :
www.facebook.com/durjogeamraa

মারাত্মক অগ্নিদুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল অনেক পরিবার

তখন রাত প্রায় ২টা। গত ১৭ মে ২০১৮ তারিখে মনিপুরীপাড়ার একটি ভবনের ৯ম তলার একটি ফ্ল্যাটে ভয়াবহ আগুন লাগে। সিজার নামের এক ব্যক্তি ধূমপান করতে টয়লেটে প্রবেশ করেন। দিয়াশলাই জ্বালানো মাত্রই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা আগুন আগুন বলে চিৎকার করায় অন্যান্য ফ্ল্যাটেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মনিপুরীপাড়া কল্যাণ সমিতির যুবসদস্য জেকসন পোদ্দার রনি তাৎক্ষণিকভাবে সমিতির সুপারভাইজার খাদেমুল ইসলাম এর সাথে যোগাযোগ করে সমিতির অফিসে রাখা অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে। অন্য যুব সদস্যদের সহায়তায় কয়েকবারের প্রচেষ্টায় আগুন নিভাতে সক্ষম হন।

ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকারীদল ১৫ থেকে ২০ মিনিট পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। তাঁরা উক্ত ফ্ল্যাটটি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে জানান, বৈদ্যুতিক বা গ্যাসলাইনে কোন ত্রুটি পাওয়া যায়নি। টয়লেটে অতিরিক্ত অ্যামোনিয়া জাতীয় গ্যাসের প্রভাব ছিল, যার ফলে দাহ্য পদার্থের সংস্পর্শে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তবে তাঁরা মনিপুরী পাড়া কল্যাণ সমিতির যুবসদস্যদের সাহসিকতার প্রশংসা করেন।

''বিচলিত না হয়ে ধৈর্য সহকারে দুর্যোগ মোকাবেলা করার কৌশলগুলো ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে আমরা শিখতে পেরেছি।''

সমিতির যুব সদস্য রনি জানান, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে করণীয় সম্পর্কে একটি প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে কিভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয় তা তিনি হাতে কলমে শিখেছেন। প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে তিনি জানতে পারেন, ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগ হলে কী করতে হয়। কীভাবে অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি। তিনি বলেন, "বিচলিত না হয়ে ধৈর্য সহকারে দুর্যোগ মোকাবেলা করার কৌশলগুলো ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে আমরা শিখতে পেরেছি। ভবিষ্যতে এরূপ কোন দুর্যোগ মোকাবেলা করা কিংবা উদ্ধারকারী দল আসার আগেই নিজেরাই মোকাবেলা করে জানমালের ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমরা আত্মবিশ্বাসী"।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সন্ধ্যাকালীন টিকাদান-কর্মসূচি

নগরবাসীর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অন্যতম দায়িত্ব। বর্তমানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৩৬টি ওয়ার্ডে সম্প্রসারিত টিকাদান-কর্মসূচির (ইপিআই) আওতায় বিনামূল্যে প্রতিরোধযোগ্য ১০টি রোগের টিকাদান-কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এবার রাজধানীর কর্মজীবী মানুষের কথা বিবেচনা করে নিয়মিত ইপিআই কর্মসূচির পাশাপাশি পরীক্ষামূলকভাবে গত ১ এপ্রিল ২০১৮ থেকে ৬টি কেন্দ্রে সন্ধ্যাকালীন ইপিআই-কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বিকেল ৪টা থেকে রাত ৮ পর্যন্ত নারী ও শিশুরা এই সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। বাংলাদেশে সন্ধ্যাকালীন ইপিআই-কার্যক্রম এটিই প্রথম। কেন্দ্রগুলো হচ্ছে : সূর্যের হাসি ক্লিনিক, বাসা- ১, ব্লক- ডি, রোড- ৯, মিরপুর- ১২; রাড্ডা, এমসিএইচএফপি সেন্টার, প্লট- ৩২৪, রোড- ৬, ব্লক- বি, খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ সড়ক, মিরপুর- ১০; নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র- ১, বাসা- ১৬, রোড- ৫, আরামবাগ, মিরপুর- ৬; নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র- ২, জে-২/এ বর্ধিত পল্লবী; সূর্যের হাসি ক্লিনিক, ৬৪০ পূর্ব মানিকদি বাজার; এবং নগর মাতৃসদন, নেকি বাড়ির টেক, মাজার রোড, মিরপুর-১, ঢাকা। সন্ধ্যাকালীন ইপিআই-কার্যক্রম চালু করার পর সংশ্লিষ্ট এলাকার কর্মজীবী মানুষেরা এ কার্যক্রমকে স্বাগত জানিয়েছেন। বিশেষ করে কর্মজীবী নাগরিকদের জন্য সন্ধ্যাকালীন টিকাদান কর্মসূচি সহায়ক ভূমিকা রাখছে। প্রাথমিকভাবে পরিচালিত ৬টি টিকা কেন্দ্রে কার্যক্রমের ফলাফল পর্যালোচনা করে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ওয়ার্ডে সন্ধ্যাকালীন ইপিআই-কার্যক্রম চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সম্প্রসারিত ১৮টি ওয়ার্ডে ইপিআই-কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আপনার শিশুকে নিয়মিত টিকা দিন

**শিশুর জন্মের পর প্রয়োজন,
৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন**

কেমন হবে সম্প্রসারিত এলাকাসমূহ?

থাকবে আধুনিক নগরের সকল সুবিধা

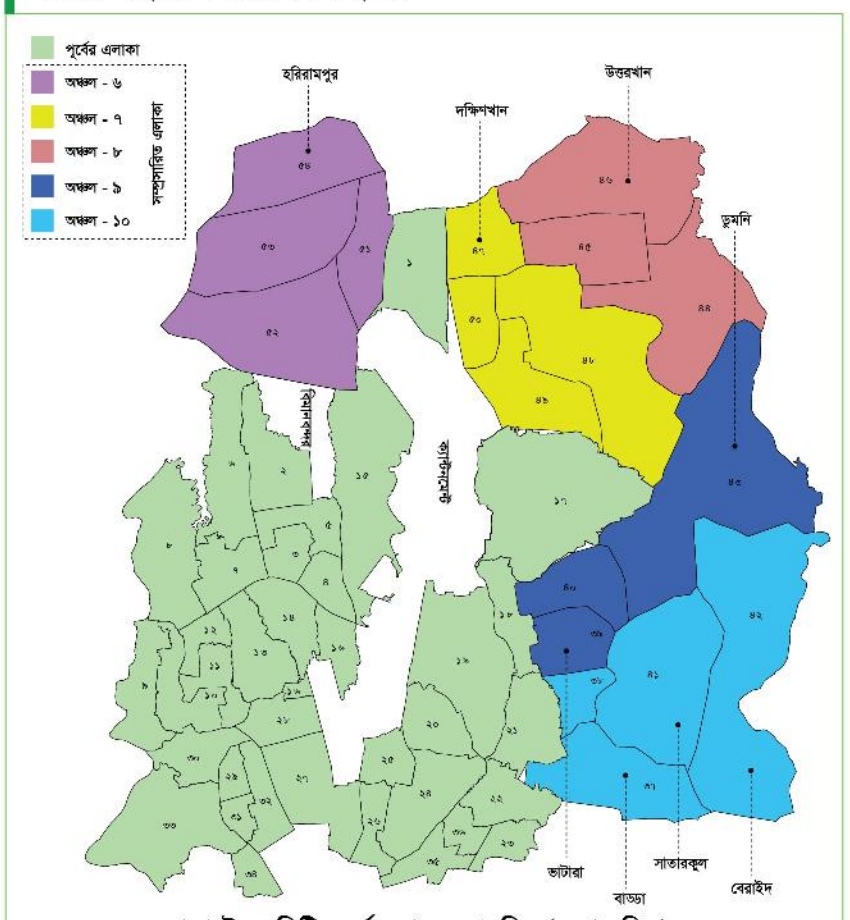

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মানচিত্র (সম্প্রসারিত)

২৮ জুন ২০১৬ তারিখে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সংলগ্ন হরিরামপুর, উত্তরখান, দক্ষিণখান, বাড্ডা, বেরাইদ, ডুমনি, সাতারকুল ও ভাটারা ইউনিয়নের এলাকাসমূহ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আয়তন পূর্বের ৮২.৬২ বর্গ কি.মি.-এর সাথে সম্প্রসারিত এলাকার ১১৪.৫৬ বর্গ কি.মি. যুক্ত হয়ে বর্তমানে ১৯৭.১৮ বর্গ কি.মি.-এ পরিণত হয়। সম্প্রসারিত এলাকাসমূহকে ৫টি অঞ্চলে ১৮টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়।

এসব এলাকার জনসাধারণ যেন সকল ধরনের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন, সেই ব্যাপারে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন শুরু থেকেই সচেতন রয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়নকে বিভিন্ন উপ-আঞ্চলিক ব্লকে বিভক্ত করে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতি ব্লকের চারপাশে ন্যূনতম ২ লেন সড়ক, অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত সড়ক, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, খাল সংরক্ষণ ও কমন ইউটিলিটি সুবিধার সংস্থান রাখা হবে। এ ছাড়া বিদ্যমান এয়ারপোর্ট সড়কের বিকল্প হিসেবে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর ২টি ৬ লেনবিশিষ্ট প্রায় ৩০ কি.মি. দৈর্ঘ্যের প্রাথমিক সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

নবগঠিত প্রতিটি অঞ্চলে থাকবে

- আঞ্চলিক কার্যালয়
- শিশু পার্ক
- কবরস্থান
- সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
- শ্মশানঘাট
- মার্কেট
- ঈদগাহ
- কমিউনিটি সেন্টার
- কেন্দ্রীয় এসটিএস
- আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টার

নবগঠিত প্রতিটি ওয়ার্ডে থাকবে

- খেলার মাঠ
- স্বাস্থ্য কেন্দ্র
- ঈদগাহ
- শিশুপার্ক
- এসটিএস
- ওয়াসার পাম্প
- পাবলিক টয়লেট
- বিদ্যুতের উপকেন্দ্র

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কর্পোরেশন সভায় প্যানেল মেয়র ও ওয়ার্ড কাউন্সিলরবৃন্দ

ডিজিটাল সেন্টার

অনেকের বাসায় হয়তো ইন্টারনেট সংযোগ নেই। কিংবা বাসা থেকে বের হয়েছেন, প্রয়োজন পড়েছে ইন্টারনেট ব্যবহার করার। এখন উপায়? চিন্তার কোনো কারণ নেই, কাছেই রয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের "ডিজিটাল সেন্টার"। ইন্টারনেট বা কম্পিউটার ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে নিকটস্থ ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিসের "ডিজিটাল সেন্টারে" যেতে পারেন। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অফিসের "ডিজিটাল সেন্টারগুলো"তে রয়েছে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার এবং স্ক্যানার মেশিন ব্যবহার করার সুবিধা। সেবা প্রদানের জন্য প্রতিটি ডিজিটাল সেন্টারে রয়েছে প্রশিক্ষিত লোকবল।

যোগাযোগ

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন : গুলশান সেন্টার পয়েন্ট, প্লট নং ২৩-২৬, রোড নং ৪৬, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা : ৯৮৯৪৩৯২, সচিব: ৮৮৩৪৯৩০, প্রধান প্রকৌশলী : ৮৮৩৪৮৪০, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা : ৯৮৫১৩২৩, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা : ৯৮৯৪০৮৯, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা : ৫৫০৫২০৮৮, প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা : ৯৮৫০৯২২, প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা : ৮৮৩৪৯০৫, জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তথ্য অধিকার) : ৯৮৬০৬৮৮।

অঞ্চল - ১ (ওয়ার্ড নং ১, ১৭) : বাড়ি-২০, রোড-১৩/ডি, সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা : ৫৮৯৫১২১৩, নির্বাহী প্রকৌশলী : ৪৮৯৫৭৩৬৬, সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা : ০১৭৫৬২০৯৪৮২, সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা : ০১৭১৭১০২০২৫, কর কর্মকর্তা : ৫৮৯৫৬৯৭৭।

অঞ্চল - ২ (ওয়ার্ড নং ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১৫) : সেক্টর-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা : ৯০৩১৫৫৩, নির্বাহী প্রকৌশলী : ৯০০২৬৫৪, সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা : ০১৭১৫৪৫৬৬৯৮, সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা : ০১৭১১৫৭৭৪৭৪, কর কর্মকর্তা : ৯০০২৬৫৫।

অঞ্চল - ৩ (ওয়ার্ড নং ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ৩৫, ৩৬) : ৪৫, শহীদ তাজুদ্দিন আহমেদ সড়ক, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা : ৫৫০৫১৭৯৯, ৮৮২৪৫৫১ নির্বাহী প্রকৌশলী : ৯৮৯৬৪১৮, সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা : ০১৭৩৫৮৪৩৬৯৩, সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা : ০১৯২৩১১৩৬৩৬, কর কর্মকর্তা : ৫৫০৫২০৮৭।

অঞ্চল - ৪ (ওয়ার্ড নং ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬) : টাউন হল, ১০ নম্বর গোল চত্বর, মিরপুর ঢাকা-১২১৬।
আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা : ৯০০১৯৫২, নির্বাহী প্রকৌশলী : ৯০১০৯৫৭, সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা : ০১৭১৬৩৯৮৮৮৬, সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা : ০১৭৩৩৮৯৫৫৩২, কর কর্মকর্তা : ৯০০২৬৫২।

অঞ্চল - ৫ (ওয়ার্ড নং ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪) : কাওরান বাজার আড়ৎ বিল্ডিং, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা : ৯১২৫৮৭৭, ৮১১৫৮৫৯, নির্বাহী প্রকৌশলী : ৯১১৮৬৬০, সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা : ০১৭১৬৩৯৮৮৮৬, সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা : ০১৭১১৩১৩২১৯, কর কর্মকর্তা : ৮১২২১৪২।

পাবলিক টয়লেটের স্থান

- গাবতলি বাস টার্মিনাল
- মহাখালী ওয়াসা পাম্প
- মিরপুর চিড়িয়াখানা রোড
- আগারগাঁও পাসপোর্ট অফিসের বিপরীত পার্শ্ব
- ফার্মগেট (খামারবাড়ি) ইন্দিরা রোড
- ফার্মগেট আনন্দ সিনেমা হল
- তেজগাঁও ট্রাক স্ট্যান্ড
- নাবিস্কো হাজি মরণ আলি সড়ক
- শ্যামলী শিশু পার্ক
- তেজগাঁও সাতরাস্তা টিএন্ডটি গেট
- গুলশান ২ গোলচত্বর
- মিরপুর ১২ বাস টার্মিনাল
- রামপুরা সিএনজি স্টেশন

ফেইসবুক কর্নার

আপনি জানেন কি? ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনেরও একটি ফেইসবুক পেইজ রয়েছে! এটি সকলের জন্য উন্মুক্ত। বর্তমানে এই পেইজের ফলোয়ার সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার। পেইজটির যাত্রা শুরু ২০১৫ সালে, আগস্ট মাসে। নগরবাসী ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাঝে এই পেইজটি যোগাযোগের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রয়োজনীয় তথ্য জনগণের কাছে খুব দ্রুত ও কার্যকরভাবে পৌঁছানোর লক্ষ্যে এই পেইজের যাত্রা শুরু হয়।

ফেইসবুক পেইজটিতে সাধারণত প্রতিদিনের বাজার মূল্য তালিকা, ভ্রাম্যমাণ আদালতের সংবাদ, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, উচ্ছেদ অভিযান, নগরবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য, গণবিজ্ঞপ্তি, মেয়র ও কাউন্সিলরগণের বিভিন্ন সংবাদ, সচেতনতামূলক সংবাদ-ছবি-ভিডিও ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়। নগরবাসীরাও তাদের মতামত, অভিযোগ ইত্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে কমেন্ট করে বা মেসেজে জানাতে পারেন। এর ফলে একদিকে যেমন রাজধানীবাসী সচেতন হচ্ছেন, তেমনি নাগরিকদের মতামত, পরামর্শও সহজে কর্তৃপক্ষ জানতে পারছেন। নগর-জীবনে আমরা যে সকল সমস্যার মুখোমুখি হই সেগুলো সম্পর্কে, কিংবা কর্পোরেশনের সেবা-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা ও পরামর্শ সম্পর্কে অনেকেই মেসেজে পাঠান।

এই ফেইসবুক পেইজটির মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে নগরবাসী ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এই দুইয়ের সমন্বয়ে ঢাকা শহরকে আরো সুন্দর ও বাসযোগ্য করে তোলা। আজই ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ফেইসবুক পেইজটির ফলোয়ার হয়ে আপডেটেড থাকুন, জানিয়ে দিন আপনার মতামত, পরামর্শ ও অভিযোগ। সুন্দর ও বাসযোগ্য ঢাকা গড়ায় অংশ নিন আপনিও।

facebook.com/dncc.gov.bd

ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস: ৯৯৯

- ঢাকা ওয়াসা অফিস: ১৬১৬২
- রেড ক্রিসেন্ট অফিস: ৯৩৫২২২৬
- তিতাস গ্যাস অফিস: ৯০১৪২৯১
- সন্ধানী: ৯১২৪৬১৯
- দুর্যোগ সতর্কতা ও পূর্বাভাস: ১০৯০
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক হেল্প লাইন: ১০৯

সড়ক প্রশস্তকরণের নেপথ্যে একজন জনপ্রতিনিধি

ঢাকা শহরের সরু গলির ভিতরে দুর্ভোগের চিত্রটি সবার কম-বেশি জানা। এ রকম অনেক গলি আছে পাশাপাশি দুটি গাড়িতো দূরের কথা, দুটি রিকশাও যেতে পারে না। খোঁজ নিলে হয়তো দেখা যাবে মূল পরিকল্পনায় রাস্তাটি অনেক প্রশস্ত ছিলো। কিন্তু বাস্তবে কেউবা রাস্তার জায়গা অবৈধভাবে দখল করে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করেছে, কেউ আবার দোকান-পাট বা অন্যান্য স্থাপনা তৈরি করেছে। ফলে, রাস্তাটি সংকুচিত হয়ে পড়েছে। এ রকম ১৩টি রাস্তার চিত্র পাল্টে দিয়েছেন একজন জনপ্রতিনিধি – একজন ওয়ার্ড কাউন্সিলর।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১১ নং ওয়ার্ডের কল্যাণপুর-পাইকপাড়া এলাকা। গত ১ বছরে এই এলাকার ১৩টি সড়কের চিত্র পুরোপুরি পাল্টে গেছে। ৮-১২ ফুট সরু সড়কগুলো এখন ২০ ফুট প্রশস্ত সড়কে পরিণত হয়েছে। আর এ পরিবর্তনের রূপকার হলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর দেওয়ান আবদুল মান্নান। ২০১৫ সালে ১১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি তিনি সড়ক প্রশস্তকরণে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। সাধারণত, এলাকার স্থান পুনরুদ্ধার/সড়ক প্রশস্তকরণের জন্য সরকারি-সংস্থার উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। কিন্তু, দেওয়ান আব্দুল মান্নানের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও বিচক্ষণতায় এলাকাবাসী সমঝোতার ভিত্তিতে তাদের ভবনের বাড়তি অংশ স্বেচ্ছায় সরিয়ে নেন।

১১ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৫টি সড়কের দুই পাশে ছোট-বড় প্রায় ১ হাজার ২০০টি ভবনের অংশবিশেষ রয়েছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে কাউন্সিলরসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ভবন মালিকদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। একটি একটি করে সড়ক প্রশস্ত করার কাজ শুরু হয়। কাউন্সিলরের নেতৃত্বে একটি দল সড়ক থেকে কত ফুট স্থাপনা সরিয়ে নিতে হবে, তা নিয়ে ভবনমালিকদের সাথে আলোচনা করে সমঝোতায় আসেন। মালিকেরা সে অনুযায়ী ভবনের অংশ সরিয়ে নিয়েছেন।

এভাবে দেওয়ান আবদুল মান্নানের মতো অন্যান্য ওয়ার্ড কাউন্সিলরের প্রচেষ্টায় ক্রমান্বয়ে বদলে যাচ্ছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। তাঁদের এসব ইতিবাচক সাফল্যগাথা *নগরিয়ার* পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

এলাকাবাসীর সঙ্গে ওয়ার্ড কাউন্সিলর দেওয়ান আবদুল মান্নান

নগরিয়া নামকরণ

আলমগীর টুলু

আমরা জানি কৃষিভিত্তিক গ্রাম সমাজ বিকাশের উন্নততর স্তরে গড়ে উঠেছিল নগর। নগরে বসবাসকারী সেই সূত্রে নাগরিক। নাগরিক এর প্রতিশব্দ নগরিয়া বা নগুরে। যদিও আধুনিক রাষ্ট্রে শব্দটির অর্থ প্রসারিত হয়েছে – স্বাধীন রাষ্ট্রের যে কোনো বৈধ সদস্যই সে দেশের নাগরিক। কিন্তু, বাংলা ভাষায় নগরিয়া শব্দটি নগরে বসবাসকারী অর্থেই ব্যবহৃত। সেই সূত্রে আমরা বাংলাদেশের নাগরিক এবং নগরিয়া। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ জন্মের পর থেকে দীর্ঘ সময় গ্রামেই থাকে। একসময় শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র কিংবা উন্নত জীবনের তাগিদে নগরে প্রবেশ করে। তারপর থেকে সবাই নগরিয়া। নগরবাসী।

একটি আধুনিক নগর বিনির্মাণে নগর কর্তৃপক্ষ ও নাগরিকদের যৌথ উদ্যোগ ও সচেতন ক্রিয়াশীলতার প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন নগরের প্রতি নাগরিকদের ভালোবাসা। ভালোবাসা থেকেই তৈরি হয় নগরের প্রতি দায়বদ্ধতা। নগরের প্রতি স্বকীয়তাবোধ ও মালিকানাবোধ সৃষ্টি হলেই সচল হবে নাগরিকদের প্রতি অর্পিত দায় ও দায়িত্বের চাকা।

চারশ বছরের এই ঢাকা শহরে গর্ব করার মতো অনেক ঐতিহ্য রয়েছে। একই সাথে রয়েছে নাগরিকদের অনাগরিকসুলভ আচরণ এবং নাগরিক সুবিধার অপ্রতুলতা। সেই অপ্রতুলতা যতটা সম্পদের অভাবে, তার চেয়ে বেশি মানসিক দীনতার কারণে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, নগরিয়া সেই দীনতা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দূরদৃষ্টিময় আয়োজনের মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে তৈরি করবে একটি জাগরণ। যে জাগরণ-শক্তিতে দূরীভূত হবে রাস্তার ময়লা, উদ্যানের অপরিচ্ছন্নতা, জলাবদ্ধতা, যানজট, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়াসহ যাবতীয় সকল অসঙ্গতি। সে জাগরণে বেঁচে উঠবে মরা খাল, সবুজ বৃক্ষরাজি আর নাগরিক মন।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রকাশিত। সম্পাদক : এ এস এম মামুন। গুলশান সেন্টার পয়েন্ট, প্লট নং ২৩-২৬, রোড নং ৪৬, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ ফোন : ০২-৯৮৬০৬৮৮। ফ্যাক্স : ০২-৯৮৬০৬৮৮।
ই-মেইল : pro@dncc.gov.bd, prddncc@gmail.com | ওয়েবসাইট : www.dncc.gov.bd | facebook.com/dncc.gov.bd | সহযোগিতায় : সিডস এশিয়া, জাপান ও জাইকা